প্রিয়নাথ সিংহ - ৪

একদিন স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে আছেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক কথা হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম --

প্রশ্ন -- স্বামীজী, আমেরিকায় কতকগুলি শিষ্য করেছ?

স্বামীজী -- অনেক।

প্রশ্ন -- ২।৪ হাজার?

স্বামীজী -- ঢের বেশি।

প্রশ্ন -- কি, সব মন্ত্রশিষ্য?

স্বামীজী -- হাঁ।

প্রশ্ন -- কি মন্ত্র দিলে, স্বামীজী? সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ?

স্বামীজী -- সকলকে প্রণবযুক্ত দিয়েছি।

প্রশ্ন -- লোকে বলে শূদ্রের প্রণবে অধিকার নেই, তায় তারা ম্লেচ্ছ; তাদের প্রণব কেমন করে দিলে? প্রণব তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারও উচ্চারণে অধিকার নেই?

স্বামীজী -- যাদের মন্ত্র দিয়েছি, তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন করে জানলি?

প্রশ্ন -- ভারত ছাড়া সব তো যবন ও ম্লেচ্ছের দেশ; তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথায়?

স্বামীজী -- আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও-কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নিলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মানে নেই; হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে -- চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে, মাথায় করে গুয়ের হাঁড়ি নে যায়! সেও তো বামুনের ছেলে।

প্রশ্ন -- ভাই, তুমি আমেরিকা ইংলন্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে?

স্বামীজী -- ব্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ -- দুটো আলাদা জিনিস। এখানে সব -- জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ -- তিনটে গুণ আছে জানিস, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বলে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশের ক্ষত্রিয়-গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণ-গুণটাও প্রয় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।

প্রশ্ন -- তার মানে সেখানকার সাত্ত্বিকভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ বলছ?

স্বামীজী -- তাই বটে; সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যেই আছে -- কোনটা কাহারও মধ্যে কম, কোনটা কাহারও মধ্যে বেশি; তেমনি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশি হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরি করে, তখন সে শূদ্রত্ব পায়। যখন দু-পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্য; আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তায় বা ভগবৎ-প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ। এক জাতি থেকে আর এক জাতিও হয়ে যাওয়াও স্বাভাবিক। বিশ্বামিত্র আর পরশুরাম -- একজন ব্রাহ্মণ ও অপরজন ক্ষত্রিয় কেমন করে হল?

প্রশ্ন -- এ-কথা তো খুব ঠিক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়েরা সে-রকম ভাবে দীক্ষাশিক্ষা কেন দেন না?

স্বামীজী -- ঐটি তিদের দেশের একটি বিষম রোগ। যাক্ সে দেশে যারা ধর্ম করতে শুরু করে, তারা কেমন নিষ্ঠা করে জপ-তপ, সাধন-ভজন করে!

প্রশ্ন -- তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিও অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়, শুনতে পাই। শরৎ মহারাজের একজন (পাশ্চাত্য) শিষ্য মোট চার মাস সাধন-ভজন করে তার যে-সকল ক্ষমতা হয়েছে তা লিখে পাঠিয়েছে, সেদিন শরৎ মহারাজ দেখালেন।

স্বামীজী -- হাঁ, তবে বোঝ তারা ব্রাহ্মণ কিনা -- তোদের দেশে যে মহা অত্যচারে সমস্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন, সেটা তার একটা ব্যবসা। আর গুরু শিষ্যের সম্বন্ধনটাও কেমন! ঠাকুর-মহাশয়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নী বললেন, 'ওগো, একবার শিষ্যবাড়ি-টাড়ি যাও; পাশা খেললে কি আর পেট চলে?' ব্রাহ্মণ বললেন, হাঁগো, কাল মনে করে দিও, অমুকের বেশ সময় হয়েছে শুনছি, আর তার কাছে অনেক দিন যাওয়াও হয়নি।' এই তো তোদের বাঙলার গুরু! পাশ্চাত্যে আজও এ-রকমটা হয়নি। সেখানে অনেকটা ভাল আছে।